প্রথম প্রকাশ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৭।

মুদ্রক ঃ সুনির্মল চট্টোপাধ্যায় ☐ দি ডুপ্লিকেটর্স, ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা-২০

প্রচ্ছদ ঃ বাদল ভট্টাচার্য ☐ ব্লক ঃ এস, মাইতি এণ্ড কোং, কলকাতা-৫ ☐ প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইমপ্রেশান সিণ্ডিকেট, কলকাতা-৫

প্রথম প্রকাশ ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৭৷

সূচিপত্র



অবস্থিতি

বুকের মধ্যে সবই আছে
মনের ভেতর বন—
আবহমান যেমন অবস্থিতি ;
হাত ডুবিয়ে অথই নীলে
খুঁজছি সারাক্ষণ
বাঁচতে পারি—এমন প্রতিশ্রুতি।

নীল হলুদে সবুজ লেখা
রৌদ্রে আঁকা মন,
আমার মধ্যে ছড়িয়ে আছে
সবার প্রয়োজন :

দিন ফিরে যায় নতুন দিনে
শেষের শেষ বাকি,
রক্ত নাচে বুকের তলে
বনের ভেতর পাখি।

দৃষ্টির দর্পণে সুখ

কাছের জানলা থেকে প্রতিদিন সূর্য দেখি,
আলো পাই কিছুটা অন্তত ;
এবং বাঁচতে পারি দীর্ঘতর দিন
আরও ঢের দুঃসময়ে একা—
নিত্য সঙ্গী দুঃখে ওতপ্রোত।

ও বাড়ির পারিপাট্য —স্বর্ণলঙ্কা ঃ
কাচ্চা-বাচ্চা ছিটোন সংসার—
দুধেভাতে নিটোল নিবিড় ;
আমার ছবির ফ্রেমে আঁটা থাকে বারোমাস
রংচটা ঘরের দেয়ালে ঃ
সারাক্ষণ দৃষ্টির দর্পণে
বারবার ঘুরে ফিরে নিজেকেই দেখা
এ বুঝি আরেক সুখ—
তৃপ্তি অন্যমনে।

রৌদ্র নামলে বনে

দুপুরে কখন রৌদ্র নামলে বনে
বিবশ চরণ চন্দন তরুশাখা ;
অঙ্গে অধীর চিত্রল ছায়া মেলে
খুশী বিহ্বল উন্মন অকারণে।

অথই সবুজে আপ্লুত বনভূমি
কুসুম ছিটোন শ্যামলিম শয্যায় ;
নিবিড় ছায়ার কালো কুন্তল দোলে
লীলার কমল—রৌদ্রের ঝুমঝুমি।

পাতার নূপুরে মদির গন্ধ মাখা
ছন্দিত ঋতু শব্দিত পাখা মেলে ;
অলস অলস দুপুরে অন্যমনে
দু'চোখে দূরের নদীর চিহ্ন আঁকা।

সময়ের ধূপ পুড়ছে পূর্ণ গন্ধে
সমস্ত বন ভুবনের স্বরলিপি ;
এবং দুপুর রৌদ্র নামলে বনে
স্বর্ণকুম্ভ ভাসায় অমল ছন্দে।

হৃদয়ে উদার বিপুল বর্ণ পেয়ে
আহা! বাঙময় মগ্ন মধুর বেলা ;
মরে যেতে পারি বরং মুগ্ধ-মনে
দয়ার্দ্র কোনো মৌসুম এসে গেলে।

মায়ের জন্য

বুকের ভেতর সকল স্মৃতি
পাহাড় পাহাড় খেলছে খেলা ;
সারা জীবন গুণছি হাতে
হারিয়ে যাওয়া মুখের মেলা।

প্রবহমান স্রোতের ধারায়
ঢেউ এসে ঢেউ উছলে পড়ে ;
মন ভিজে রয় সজল ছোঁয়া
জল ফিরে যায় জলের ঘরে।

কোন ঠিকানায় বলবো ডেকে
গাছ-গাছালির ছিন্ন শাখা ;
ছেঁড়া শাড়ীর নকসী কাঁথায়
মায়ের হাতের চিহ্ন আঁকা।

সারা আকাশ মায়ের মত
বাতাস মাখা স্নেহের ছবি
পাহাড় পাহাড় খেলছে খেলা—
স্মৃতির ভেতর থাকছে সবি।

প্রিয়জনোচিত

মাঠের মত ঘর করেছি
নদীর মত মন,
বন্ধু ওগো তোমার জন্য
অগাধ আয়োজন।

ঘাট পেতেছি শান্ত ঝিলে
বুক ডোবানো জল,
সাঁতরে আন রক্তশালুক—
আগুন অবিকল।

পথ রেখেছি সরল সোজা
নিরুপদ্রব দিন,
এতল-বেতল চলতে পারো
বাধা-নিষেধহীন।

মাঠজুড়ানো গাছগাছালি
ঢেউছড়ানো জল,
শঙ্খ-সাদা আলোয় ফোটে
সময় শতদল।

ভুল চাবিতে ঘর খোলেনা
রূপছবিতে মন,
হৃদয় জুড়ে আপন প্রিয় —
স্বর্ণ সিংহাসন।

যাই চলো

কোথায় কতদূরে মেঘেরা ভেসে চলে
নরম নীল বুকে বিজলী চমকায় ;
কখনো সারাদিন উদাস দলে দলে
আকাশে পথ হাঁটে আলোর জানলায়।

বলতে পার নাকি কোথায় কতদূরে
নদীর নীল ছবি ছড়ায় রূপকথা ;
বাতাস অনুপম ঢেউয়ের বুক জুড়ে
কি মায়া আনে বয়ে অসীম আকুলতা।

যেখানে সারাদিন আলতো খোঁপা খুলে
সময় বয়ে যায় স্রোতের কলতানে
সেখানে যাই চলো দুয়ারে খিল তুলে
পেছনে পড়ে থাক যা কিছু নেই মানে।

ওখানে কানে কানে সবিতো বলা যায়
হয়তো বসা যায় অনেক কাছাকাছি ;
দু'চোখে চোখ রেখে সাগর খুঁজে পাই—
মিছেই এতকাল খেলেছি কানামাছি।

ফাগুন পেতে হলে এখনি যাই চলো
যেখানে মেঘে মেঘে বিজলী চমকায় ;
উপল উপকূলে বসত টলোমলো—
মলিন দর্পণ, বেলা যে যায় যায়।

সোনার জলে সাধ

স্বচ্ছ নদীর জলে লেখা থাকে আকাশের নাম ঃ
অবিরাম মাখামাখি, ভালোবাসাবাসি অফুরাণ—
অপার নীলিমা রোদ, চাঁদ তারা সময় স্বনাম
প্রতিবিম্বে প্রতিধ্বনি—
ফিরে ফিরে নদীর উজান।

ঘুরে ঘুরে এসে গেছি কত পথ নগর বন্দর ঃ
শ্লেটের মলিন বুকে অ আ ক খ মুছে গেছে কবে
মনে নেই, হয়তো এ উত্তরতিরিশ ; গ্রাম কি সহর
স্মরণে সন্দেহ আনে—
কবে যেন কত কাল হবে।

অথচ সবই রয়, আয়নায় মুখদেখা ঋতু
মধুমাস অবিচল, সুগঠিত বইয়ের মলাটে
নাম লিখি সোনা-জলে ; অনন্ত নীলিমা মেখে
সময়ের সেতু—
প্রতীক্ষিত বাইরে কবাটে।

সময়ের চোখে

এখন তুমি দীপ জ্বেলোনা ধূপ জ্বেলোনা ঘরে
অঙ্গ ছুঁয়ে গন্ধ তোমার ঝরুক ইতিউতি—
গভীর থেকে গভীরে আরো নীরবতার স্তরে,
অন্ধকারে পাপড়ি মেলে সকল অনুভূতি।

চোখের তটে চোখ রেখেছি—মনের খুশি জল
সময় বেয়ে সাগর হয়, দুপার-জোড়া স্মৃতি
থাকুক আহা! থাকুক পড়ে কেবল অবিচল ;
মুক্তো নয় ঝিনুক নয়— ঘাসের ঘন প্রীতি।

নিজেকে নিজে হারাতে চাই ছড়াতে চাই মন
বিকেল-ধোয়া নদীর জলে ছড়িয়ে থাকে সোনা ;
অন্ধকার আকাশ হয়—আকাশে অগণন
তারার ভিড়ে একটি তারা, তোমাকে যায় গোনা।

সময়ের পাখি

রোদ্দুরে দুপুর হাঁটে : উড়ে আসে সময়ের পাখি
প্রশান্ত নদীর পারে, ঝরে যদি সান্ত্বনার সুর
আতপ্ত তৃষ্ণার তটে। ঢেউ-ঢেউ-ঢেউ এলো নাকি
নিতল জলের ঘরে, শব্দ শব্দ শব্দ সুমধুর।

বিস্তীর্ণ হৃদয় জুড়ে সে পাখির ডানার সঞ্চার :
পরম যন্ত্রণা-ঘন সুখ দুঃখ আত্মীয়তা সব—
কোথায় রাখবো বলো, কাকে দেবো সমস্ত সত্তার
সনির্বন্ধ অনুরোধ—রুক্ষ মাঠ, শূন্যতার শব।

দুপুর বিকেল হয় অবশেষে ক্লান্ত হয়ে হয়ে
উড়ে আসে আরো কাছে, আরো কাছে পাখি ;
পেলব পাখায় ভরে এনেছে কি স্থির অনুনয়ে
আনত সন্ধ্যার রঙ ; যে রঙের স্বপ্নে জেগে থাকি।

হয়তো এ পাখি নয়, সময়ের সুষম প্রপাত
দুচোখে অঝোর ঝরে অন্য সুখ, নক্ষত্রের রাত।

নিপুণ নিয়মে

চিরকাল রক্তের ভেতরে
জিরাফের গ্রীবার মত
আমাদের প্রত্যাশা ঃ
হৃদয়ের আনাচ-কানাচ পর্যন্ত
যত্নে বাঁধানো
সোনালী ফ্রেমের ছবি।
গেরস্থালির নিপুণ অভিজ্ঞতায়
ঘরের আসবাবপত্র
দরোজা জানালার পর্দা
সাধের পাতাবাহার
সারাজীবন ধরে ঢেলে সাজিয়েও
আশ মেটেনা !

বুকের ভেতর থেকে
হঠাৎ কেউ চলে গেলে
ব্যস্ত হাতে সদর দিতে ভুল হয়না ঃ
শেষ ট্রাম ছেড়ে যাবার আগে
দ্বিতীয় গঙ্গা-সেতুও
এমনি নির্ভুল পদক্ষেপে পেরিয়ে যাবো।

পুষ্পিত উদ্যানে, মন

একটি ভোরের স্বপ্নে মগ্ন মন,
ঘুম ভাঙ্গে মন্দিরের পুষ্পিত উদ্যানে
সুস্নাত শিশির-ঘাসে ঃ
প্রভাতের পাখিদের আশ্চর্য সংগীত
চৈতন্যের নিমগ্ন ছায়ায়
ঝরে পড়ে—ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

আমার বাগান ভরে বেলি যুঁই মল্লিকার মেলা,
সারাদিন টুকিটাকি কত কাজ—আগ্রহ উদ্যম ;
যা-কিছু সময় হাতে
সব দিয়ে আরো যেন রিক্ত হতে চায়,
সর্বস্ব উজাড় করে নিঃস্ব হতে চায়—
দয়ার্দ্র হৃদয়-মন।

বিবশ মুহূর্তগুলো কি অস্থির আত্মহারা
কি উদ্দাম পল্লবে পল্লবে ঃ
বুঝিবা এ-লগ্নকাল
উচ্চকিত জোয়ারের বেলা
প্রভাতের সূর্যোদয়ে যে সোনা উপচে পড়ে
মন্দিরের সুউচ্চ মিনারে,
এতো নয় খেলা—শুধু খেলা।

সারাদিন ভয়ে মরি ঃ
দুষ্টছায়া কুটিল দর্পণে
যদি কেউ লুব্ধ হয়,
চুরি করে নিয়ে যায় মন্দিরের যাবতীয় সোনা,
এবং টবের চারা

অকৃপণ আলোর আকাশ—
যে শুধু সর্ব্বস্ব নয়, একান্ত আপন জন
একমাত্র আত্মার আত্মীয়।
যে শুধু বুকের কাছে
নিশ্চিত বিশ্বাসে স্থির
বিশ্বজয়ী সম্রাটের মত
আপন বৃত্তকে ঘিরে বড় হয়
ক্রমান্বয়ে বাড়ায় পরিধি ঃ
নষ্টজল—জটিলতা, ভেদাভেদ তুচ্ছ সব--
শুভবুদ্ধিজ্ঞানে
প্রকম্পিত দিগ্বিদিক,
সুনির্দিষ্ট প্রার্থনা বিকাশে
উৎকর্ণ আনন্দ ঋতু
স্নিগ্ধ কচি ডালপালা
আন্দোলিত আলোর উদ্ভাসে।

সমস্ত হৃদয়ভরে প্রলম্ব বৃক্ষের বোধ
বোধিদ্রুম আগামী দিনের ;
ধ্যান-ধর্ম এই তীর্থে—
এই মন তীর্থের তাপস।

শব্দিত জ্যোৎস্নার বনে

অন্ধকার ঃ আরো বেশি অন্ধকারে রিক্ত বনভূমি
ভয়ভয় ছায়া গড়ে, ছায়া হাঁটে শোণিতে শিরায়—
নিভৃত চেতনা ছুঁয়ে এইমাত্র চলে গেলে তুমি ;
সহস্র জ্যোৎস্নার জ্বালা কোন মন্ত্রে সহজে ফিরাই !

এই বন নদী হলে ডুবে যেতে ঢের ভালোবাসি
সমর্পিত অন্ধকারে তবু কিছু ইচ্ছার অমৃত ;
আলতো আঙুলে তুলে হতে পারি প্রসন্ন প্রবাসী
অথচ এ অন্ধকার অহেতুক বিঘ্ন পরিবৃত।

পাখিদের প্রণয়ের শেষ চিহ্ন ধূসর পালক
ছড়ানো এ-বনময় সময়ের ঘনিষ্ঠ প্রহরে ;
ধূলোর অঞ্জলি-ভরা বাতাসের লুণ্ঠিত অলক
আশ্চর্য খুশিতে কাঁপে অবসন্ন বন-বনান্তরে।

মুখরতা ডুবে গেলে নৈঃশব্দ্যের বিলম্বিত স্মৃতি
শব্দিত চরণ ফেলে যন্ত্রণার রক্তিম হৃদয়ে ;
বয়সিনী পৃথিবীর গ্রহতারা মানুষ প্রভৃতি —
সৃষ্টির দিগন্ত থেকে কাছে আসে প্রজ্ঞা পরিচয়ে।

কোন্ পাত্রে ঢেলে নিয়ে অন্ধকার সাজালো আমায়
আয়ুর পরিধি ছুঁয়ে পেতে রেখে অলঙ্কৃত পিঁড়ি ;
রিক্ত বনে শব্দ শুনি উপেক্ষিত জটিল শাখায়
তখনো জ্যোৎস্নার জ্বালা রাত্রি ভাঙ্গে দীর্ঘায়িত সিঁড়ি।

আবহাওয়া

দীর্ঘ নীলাকাশ
সাগরে চমকায়
সরল সংসার
জলের বুক জুড়ে,
সীমানা কিছু নেই
নেইকো দিনরাত—
বেবাক ঘুরে ঘুরে
মাছেরা খেলছে।

প্রহরী চৌদিক
সুসম বন্ধনী,
তবুও কেন জানি
হচ্ছে ছিনতাই—
চতুর মাছরাঙা
নিপুণ কাছে বসে
সুস্থ জীবনের
শান্তি কাড়ছে।

আকাশ লালে লাল
সূর্য খুন করে
আসছে আততায়ী
আঁধার জমকালো—
আমরা যে-কজন
ভাবছি কিছু নয়
বুকের তল ছুঁয়ে
ঠাণ্ডা বাড়ছে।

সব নদী সাগরে

(বিশ্বকবিকে স্মরণে রেখে)

আমরা সবাই সাগর খুঁজি
সকলেই নদী হতে চাই।
সূর্য-ওঠা কচি ভোর—কমলাভ নরম বিকেল
সব কিছু ভালো লাগে—
ভালোবাসি জলের সংসার।
গভীর গভীরে আরো ডুবে গেলে
কি অপার প্রাণের স্পন্দন—
সমস্ত জীবন যেন রূপোলি ঝিনুক এক
ধরে রাখে কিছু সুখ মুক্তোর মতন।

ঢেউ ওঠে ঢেউ ভাঙে—
প্রতিবিম্বে প্রতিধ্বনি নতুন নতুন
পরিব্যাপ্ত দৃশ্যপটে,
যত দেখি মুগ্ধ হই
ইচ্ছে করে ছুটে যাই—
ডেকে ডেকে সবাইকে সাগর দেখাই !

অথচ পারিনা যেতে
সীমাহীন সাগরের মধ্যখানে একা
বড় একা দীর্ঘ তীর্থপথ,
পেরিয়ে বালুকা বেলা
দুহাতে অঞ্জলি ভরে নিয়ে আসি
কিছু সুখ সময়ের স্মৃতি—
ঝিনুক নুড়ির মত সারাদিন নেড়েচেড়ে
বেলা যায় দুঃসহ ব্যথায়।
তবুও অনেক সুখ : সাধ ছিলো নদী হবো—
সব নদী সাগরে মিলায়।

কালাতিপাত

শরীরের নিভৃতে বিষাক্ত কীটের অবরোধ ঃ

ক্রমশ আমরা হেরে যাচ্ছি
জীবনের কাছে হেরে যাচ্ছি
সমস্ত সুস্থতা থেকেও দূরে সরে যাচ্ছি
সদ্য ঘুম-ভাঙ্গাচোখে উঠে এসে দেখবো যখন ;
বেশ বেলা হয়ে গেছে ।

দমকা হাওয়ায় চৈত্রের পাতা ঝরছিলো যখন ;
নতুন নেশায় মগ্ন ছিলাম ঃ
শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিতে মনে ছিলো না
কিংবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে ।
তাই আমার ভালোবাসার মাটিতে
এবং তার চেয়েও প্রিয়
বাগানের গাছ-গাছালির গোড়ায়
অসংখ্য উঁইপোকা বাসা গেড়েছে ।

দোকানের যাবতীয় কেনাকাটা
এমনকি টাকাকড়ি—সব কিছুই
আমরা ইচ্ছামত পাল্টে নিতে পারি,
বসত পাল্টানোর ঝক্কিও এমন কিছু নয় ;
কিন্তু শরীর ?
নশ্বর জেনেও অবগাহনে তৃপ্ত হই
পরম নিশ্চিন্তে ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরি ।

স্মৃতির অয়েল পেইন্টিং

আমার প্রাচীন দেওয়াল জুড়ে
অনেক যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধার তৈলচিত্র ঃ
অসীম মমতা মাখানো
অজস্র দৃষ্টির ভেতরে
আমি খুঁজে পাইনা
কোনজন আমার আদি পিতা।
কেননা—আমার কাছে এর কোন ইতিহাস নেই,
শুধু জানি বংশ পরম্পরায়
স্মৃতির যাদুঘরে সুরক্ষিত
এ-আমার রক্তের সম্পদ।

কখনো সখনো সাধারণ কৌতূহলে
'লিনসীড অয়েল' বুলিয়ে
সময়ের ধুলো সরালে
ছবির মানুষগুলোকে কেমন তরতাজা লাগে ;
অবাক চোখ মেলে দেখি
যুবক যুবতীর ঠোঁটে স্বর্গীয় হাসি
ঐশ্বরিক চিন্তায় উদ্ভাসিত বয়স্ক মুখগুলো
কী সুন্দর স্নিগ্ধ—সমাহিত।

অথচ কোন কোন বিনিদ্র রাতে
এই মুখগুলো কেমন অস্বাভাবিক লাগে!
মনে হয় ওদের কপট হাসির আড়াল থেকে
অঝোর ধারায় ঝরছে দুঃখ — ঘৃণা—
আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে
এই বংশের অধমজন—আমাকে।

তাই এক এক সময় ভাবি
সব কটাকে স্তূপীকৃত করে আগুন লাগাই
অথবা দামোদরের জলে ভাসিয়ে দিই;
কিন্তু, কিছুতেই পারিনা—
রক্তের ভেতর থেকে সমস্ত স্মৃতি ক্রোধ ক্ষোভ
এক লহমায় মুছে ফেলতে।

এক নদীতে

এপার ওপার ভেঙে পড়ছে এক নদীতে
জটিল স্রোতে দৃশ্যাবলী যাচ্ছে ভেঙে,
ভাসছে হাওয়ায় ভালোবাসা বিশ্বময়—
গভীরতর যন্ত্রণায় ছন্নছাড়া সময়গুলো
যাচ্ছে ধুয়ে গভীর সুখে,
মুগ্ধ চোখে দেখছি আহা !
অষ্টপ্রহর আমার মাকে—
সারাদেশে কোল ছড়িয়ে আগের মত।

সূর্য-চন্দ্র আসছে যাচ্ছে এক আকাশে
আলো বাতাস পাখ-পাখালি নিষেধহীন ;
সবাই দেখি দু'চোখ তুলে
গা ডোবানো তারার সুখ
কাঁপছে আজো একটি নদীর জল সেতারে।

হাতে হাতে হাত বাড়িয়ে সীমান্ত ছুঁই
চায়না কেউ নিষিদ্ধ ফল ;
তোমার জলে আমার জলে
এক মোহনায় শব্দ হলে
ছলাৎ বুক !
দীর্ঘদিনের দুঃখে বাড়ে বুকের অসুখ।
একই নদীর সরল জলে
মাগো তোমার গা ধুয়ে নাও
দুঃখ জয়ী হাজার ছেলে
তোমার স্নেহের অমল ছায়ায়
আনছে ডেকে আলোর পাখি।

বন্ধুর জন্যে

আমার কৈশোরের বন্ধুরা
হয়তো সবাই এখন সংগ্রামে ঃ
আবদুস্‌সালাম ঠাণ্ডামিঞা বাতাসী, বিশু
সকলেই এখন এক একটি উৎক্ষিপ্ত আগ্নেয়গিরি
কারও সাধ্য নেই ওদের থেকে ছিনিয়ে নেয়
শ্যামলভূমি সোনার বাংলা।

ঢাকা খুলনা যশোর চট্টগ্রাম
জলের ভেতর আগুন
নদীর ভেতর নদী—
চিরকালীন ভালোবাসায় জড়িয়ে—
কোন মারণাস্ত্রেই এ-বাঁধন আলগা করা
অসাধ্য—অসাধ্য—অসাধ্য।

ওরা ডাকলে শোনা যাবে
হাত বাড়ালে ছোঁয়া যাবে,
মাঝের দুরূহ নদীতে
ভেসে উঠবে হৃদয়ের শ্বেতপদ্ম ঃ

সংগ্রাম জয় করে বন্ধুরা ঘরে ফিরলে
আমি সারাবাংলা 'বন্‌ধ্‌' ডাকবো।

ফিরিয়ে দাও

ফিরিয়ে দাও—
ভাইকে আমার ফিরিয়ে দাও ঃ

তাজা রক্তের পলাশ ছড়িয়ে
ও হঠাৎ কোথায় চলে গেলো !
মাটির ভিজে দাগ এখন শুকিয়ে গেলেও
আলো বাতাস চন্দ্র সূর্য
এদের তুমি
কোন্ ছুরিতে নিপাত দেবে ?

মরুভূমিতে ঝড় উঠলে
প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসলেও পার পাবেনা ;
বালির পাহাড় খুঁড়ে
অপরাধীর কঙ্কাল করোটি ঠিকই পেয়ে যাবে
আগামী দিনে।

অন্যায়

ভাতের থালায় ভাত
রুটির থালায় রুটি
আমরা এই চেয়েছিলাম :

পড়শীর সোহাগের হুলোটি
আশালতার কচি ছেলেটির
সবটুকু দুধ চুরি করে খেয়েছে বলে
ঠ্যাং ভাঙ্গতে গিয়েছিলাম।

এর জন্যে বেমক্কা কিছু লাশ পড়ে গেল গলিতে
লাগাতর কারফিউ হলো
থানা-পুলিশ হলো—
হাজতবন্দী হলো বেশ কয়েকজন ;
পাড়া ছাড়লাম :

ভাতের থালায় ভাত
রুটির থালায় রুটি
সেই হুলোটি এসেই চেটেপুটে খেয়ে গেলো।

বোধ

সবাই বাঁচতে চাই
বুকভরে পেতে চাই পৃথিবীর যাবতীয় ঘ্রাণ
আপস—সংগ্রাম—
সব কিছু যথার্থ নিয়মে ;
যেমন ফুলের কাছে মেলে ধরে হাত
আমরা মেলাতে চাই নম্র করতল।

সুখ দুঃখ হিমঋতু স্বাভাবিক বলে
বেঁচে থাকি—ভুলে যাই শোক
তৃণ জল মাটির আরামে—
পুনরায় জীবনের সুচারু বিন্যাস ঃ
এ-পৃথিবী স্মৃতি চিহ্ন—
দীর্ঘদিন থেকে যাবো বলে
প্রাত্যহিক ভোরে
দেহের জড়তা ভাঙ্গি,
হাই তুলি পরম নিশ্চিন্তে।

হৃদয়ের গাঢ় অনুভূতি
চোখের গভীরে আরো গহীন ছায়ায়
অনবদ্য শিল্পবোধে
অজন্তা ইলোরা খাজুরাহো।

কি আর দিলে

সারা জীবন কী আর দিলে।

মাঠের তুচ্ছ বনস্পতি
শীতগ্রীষ্মের স্মৃতির মত ঠায় দাঁড়িয়ে
আকাশ মাটির ভালোবাসায় হাত বাড়িয়ে
আপন বৃন্তে বেঁচে আছে।

চতুর্দিকের ক্ষয়ক্ষতিতে
এই পৃথিবীর কী আসে যায়,
পলাশ শিমুল কৃষ্ণচূড়ার
আগুন ছুঁয়ে প্রাণ পাওয়া যায়
এমন কিছু কী আর দিলে।

সব আছে তাই আছি

এখনও তো মনে হয়
আছে তবু পরিচ্ছন্ন দিন,
শান্তিকামী মানুষেরা আছে—
পৃথিবীর যাবতীয় পাপ পুণ্য পঙ্কিলতা ঘিরে।

সাগরে নোঙর ফেলে
সুগভীর বিশ্বাসে অটল
দূরগামী জাহাজের উদ্যত মাস্তুল ঃ
বুকের অথই নীলে ফোটে আজো শ্বেতপদ্ম
অপার বিস্ময়ে—
প্রেম প্রীতি স্নেহ আর
কিছু সুখ সঞ্চয়ের স্মৃতি,
নিবিড় হৃদয় টানে কাছে—খুব কাছে !

বুঝি তাই বেঁচে আছি—
পৃথিবীতে আজো কিছু শান্তি আছে বলে ;
দুঃখ দৈন্যে অবিচল
আমাদের পাতানো সংসার।
জাহাজ নোঙর তোলে—
নড়ে-চড়ে বসি ফের আমরা কজন ঃ

জল মাটি ভালোবাসা,
সব থাকে—সব স্বাভাবিক ;
নক্ষত্র যদিও দূরে—
সহস্র আলোকবর্ষ পার হয়ে
তবু তার আলো আসে ঠিক।

নতুন বসত

এক টুকরো জমির জন্য জবরদখল ঃ
রাতারাতি খুঁটি পুঁতে ঘর বানাই—
ঘাস-বারান্দা ঘরের মেঝেয়
অবলীলায় শয়ন করি,
স্মৃতির সুখ রোমন্থনে
বাঁচতে চাই যেমন তেমন
ঝুলিয়ে রেখে ছিন্ন শাড়ী।

উদয়াস্ত পরিশ্রমের অন্ত নেই ঃ
অর্থাভাবের অপরাধী আমরা সবাই
পশুর মত বেঁচেবর্তে—
ঈশ্বরের দরাজ হাত
নিয়মমাফিক খুদ কুড়োয়!

সমুদ্রের কাছে, মন

এখন আমার ইচ্ছাগুলো
হাতের মুঠোয় নাড়ছি-চাড়ছি
কুড়িয়ে পাওয়া কড়ির মত,
একে দিচ্ছি; তাকে দিচ্ছি
যে যার কাজে মুখ ঘুরিয়ে
ফিরেও কেউ দেখছে নাতো।
আনমনে কি অকারণে
দু'হাত ভরে উজাড় করে
খরচ করেও ইচ্ছেমত
শেষ তবুও থাকছে বাকী ঃ
কাঙাল মন দীন ভিখারী
শূন্যতাকে পাহাড় গড়েও
হৃদয়-পাত্র ভরছে নাতো!

অন্ধকারে যে যার শব
আড়াল করে বসে থাকছি
এই করে দিন, রাত হচ্ছে
এও যেন এক শব সাধনা ঃ
'ধূলি-মুঠি হচ্ছে সোনা' কই—
এ কথা কি কেউ শুনেছি!
অন্ধকারের অনিত্য রূপ
বিষণ্ণতা বাড়ায় শুধু।
দিনের পারা নামলে নিচে
হিমাঙ্কেও উষ্ণতা রয়,
মন হোক যাই—শীতের মাঠ ঃ
ঘর বাঁধছি, গ্রাম হচ্ছে—

ওপর নিচ বুকের তলে
সমুদ্র ঠিক জেগে থাকছে।

যতই খুশি ঝিনুক নুড়ি
ছুড়ছি দূর সাগর জলে,
ঢেউগুলো তার আনছে বয়ে
আপন খুশি খেলার ছলে
ছড়িয়ে দেওয়া ইচ্ছাগুলো ;
কই নিচ্ছে—যাকে দিচ্ছি,
দেওয়া কি যায় সহজ হলেও।
ঘুমের মধ্যেও আমার আমি
দুঃখ শুধুই মহৎ হলো।

অনুভূতি পাষাণ প্রতিমা

বহুদিন বন্ধু নেই
এবং আত্মীয় নেই কোন ;
কোনদিন কেউ ছিলো
তাও মনে নেই- -
অনুভূতি পাষাণ প্রতিমা।

তবুও অজান্তে কেউ থেকে যায় যদি
কোন এক প্রবৃত্তি তাড়িত
অনাদরে দ্যাখো ঠিক বুকের চাতালে
মরে পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে।

বস্তুত এ-সব কথা সত্য মনে হলে
পৃথিবীর যে কোন মেরুতে
বেঁচে থাকা অর্থহীন ;
গাণিতিক সংক্রাক্রমে
সব কিছু সমাধান হলে
সকলেই হতো অন্তর্যামী।

অনুভব, প্রশ্নাতীত ভিন্নতর কিছু ;
ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সব মনের অধীন ঃ
কেউ নেই—ছিল না তো, কখনো থাকে না -
ইত্যাদি হাজারো চিন্তা
দৃষ্টিদানে অপরূপা পাষাণ প্রতিমা।

হাওয়া বদল

সূর্য শেষ হলে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোব,
ইদানীং বড় বাতাসমুখো মন—
প্রত্যহ একটু ইতিউতি ঘুরতে ইচ্ছে হয় ঃ
এ-সময় কেউ এসে
গল্প পেড়ে বসলে
ভালো লাগে না,
বিরক্ত বোধ করি।

অথচ বাতাসও এখন আর নিরাপদ নয়,
পার্কে মাঠে-ময়দানে
সর্বত্রই ভয়-দুলছে ঃ
তাই বারান্দার রেলিং
আর ছাতের আলসে বরাবর
ভ্রমণ সীমাবদ্ধ ;
প্রতিনিয়ত এমনি ঝুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হৃদয় আরও অবসন্ন—ক্লান্ত।

ঘরবন্দী জটিল হাওয়ায়
ধুয়ে যাচ্ছে দূরের অজস্র নীল আর সবুজ,
সমস্ত পৃথিবী থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে
যাবতীয় মাঠ-ময়দান ;
বুকের শূন্যতায় হু হু ছুটে আসছে
দুরন্ত উত্তুরে হাওয়া।

ভয়

সারা আকাশ স্তব্ধ শিলুট্‌—
বারুদ বারুদ গন্ধ মোড়া দিনদুপুর ;
আমার একার সকল চাবি সিন্দুকের
আগলে ভয়ে কাঁপছে গভীর অন্তঃপুর।

বুকের খাঁজে বিদ্ধ বুলেট—
কাটাই প্রহর যন্ত্রণায় দীর্ঘতর ;
কোথায় রাখি মুক্তোমাণিক দুঃসময়ে
বিপন্ন বোধ ঝরছে সকল গোপন ঘরে।

কার আশ্রয়ে বুক-পকেট—
রাখবো আমার ? যত্রতত্র হচ্ছে লোপাট
আস্ত মানুষ, দিনদুপুরে ঘরের ভেতর ;
সমাজদ্রোহী সময় এখন বেহেড মাতাল !

সবার চেনা চিঠির প্যাকেট—
খুন-খারাবি রঙের কিম্বা নীল সবুজ ;
ভালোবাসায় পদ্ম-আঁকা রুমাল হাতে
হাটছি সব, পুতুল পুতুল আমরা কেমন অন্য মানুষ !

কোথায় যাবে

কোথায় পালিয়ে যাবে, কাকে দেবে বিস্তৃত প্রহর—
যে তোমার নিত্য সঙ্গী, সুখ দুঃখ সান্ত্বনা সতত
নির্দ্বিধায় মিশে আছে ঃ প্রত্যহের যান্ত্রিক শহর
অনির্ণীত যন্ত্রণায় শরবিদ্ধ পাখিটির মত—
আত্মার গভীরে এসে শান্তি খোঁজে ঃ আহত
সময়গুলো সর্ব্বদা শববাহী নীরব উত্তর।

কোথায় স্বর্গের সিঁড়ি, কোন প্রান্তে বন্দরের বাঁশি—
জাহাজ নোঙর তোলে ঃ কতদূর হেঁটে গেলে পাবে
জানেনা জানেনা কেউ। অতএব ফিরে ফিরে আসি
আলোকিত জটিল শহরে ঃ হয়তো বা বেঁচে থাকা যাবে
কোনোমতে ; হাটে বাটে আমাদের ঘর ঃ ভালোবাসি—
ভয় নেই, কিছু নেই যার—তার কীই বা হারাবে!

শিকার

ভাবছ তুমি খেলছি খেলা তীর ধনুকে
সারা জীবন পণ করেছি ;
টান দেবোনা হাতের ছিলা
শিকার ঠিক পালিয়ে যাবে !

যাত্রাপালার সব কুশীলব
মেক-আপ-মুখে দাঁড়িয়ে আছি—
প্রবেশ প্রস্থান—সেতো নিয়ন্ত্রিত এই নাটকে
সখীর শেষে ঢুকবো এসে যে যার মত ;
মুখস্থ পার্ট আউড়ে কেবল
কেউ রাজা কেউ মুনিস মজুর —
সুখ দুঃখের নকল মানুষ সাজছি সবাই ঃ
নিয়মমত পাল্টে খোলস, ঢাল তলোয়ার
রাখছি তুলে সাজঘরে ফের
নাটক শেষে ।

অলীক তো নয় সবই ঘটে
জীবন তো এই এমনি নাটক ঃ
কান্না হাসির দ্বৈত ছায়ায়
খেলছি খেলা তীর ধনুকে—
পরম কিছুর অনুধ্যানে
সারাজীবন পণ করেছি ;
শিকার কোথায় পালিয়ে যাবে !

অবরুদ্ধ

আকাশের ওপারে
এবং মাটির স্তর ভেদ করে
যেদিকেই যাই না কেন
সর্বত্রই এক গভীর শূন্যতা ঃ

জীবনের সমস্ত কোমলতা
পাপদুষ্ট সময়ের হাতে বিনষ্ট ;
গোটা সমাজটাই ভো-কাট্টা ঘুড়ির মত
শূন্যে গোৎ খাচ্ছে—
অসহায় মানুষগুলো
মার খেতে খেতে হৃতসর্বস্ব,
অবশ—পঙ্গু !

পায়ের তলায় মাটি কাঁপিয়ে
বুনো মোষের মত ছুটছে ঝড়—
ক্ষিপ্ত গর্জনে উথাল পাথাল ঘরবাড়ি—
ভীষণ দুলছে বুকের ঝাড়লণ্ঠন !

এখন সদরে অন্দরে—সর্বত্রই
খুন রাহাজানি চুরি জোচ্চুরি ছিনতাই
এবম্বিধ ঘটনা-দুর্ঘটনা,
হামেশা ঘটছে—ঘটে যাচ্ছে—
সমস্ত অঞ্চলই উপদ্রুত অঞ্চল ঃ
আমি কোথাও যেতে পারি না ।

সমস্ত দুর্ভাবনার আশু সমীকরণে
কে আমাকে মুক্তাঞ্চলে পৌঁছে দেবে !

তবুওতো কেউ থাকে

বহুদূর এসে গেছি
এইবার পেয়ে যাবো ওপারের সাঁকো
অবিকল্প ঘুমের পৃথিবী
যেখানে অনেক সুর, অনেক অনেক গান
সারাবেলা নির্জনতা,
সময়ের পরিপূর্ণ রূপ
স্বপ্ন হয়ে ঝরে আহা!
ঝরে যায় বুঝি।

এপারের সবকিছু মনে হয় শ্লেটে লেখা ছবি
লিখে আর মুছে মুছে কেবল মলিন
রূপোলি নদীর গান, ভালোবাসা, সুখ দুঃখ প্রীতি
রহেনা রহেনা কিছু—
নদীর বালির বুকে আলতো আঙুলে লেখা
সব নাম ধুয়ে যায়,
মুছে যায় পৃথিবীর স্মৃতি।

তবুও সবাই আসি বেলা কিম্বা অবেলায়
আগে পরে যাত্রা সুরু—
যাত্রা শেষ একই নিয়মে ঃ
টেবিলে ফুলের গুচ্ছ, ধূপদানি
ঢাকা দেওয়া জলের গেলাস—
সঞ্চয়িতা--শেষ পাতা বাকি।
এমনি অনেক কাজ পড়ে থাকে
কত আশা বুকের অতলে
অন্তহীন সাগরের মত।

ঢেউ ওঠে—ঢেউ পড়ে—
দৃষ্টির দর্পণ হতে একে একে সবই হারায়।

সমুদ্রে জোয়ার আসে
উচ্চকিত জাহাজের বাঁশি,
অপার জলের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে চলে যায়
এ জাহাজ এই শব্দ
নির্ধারিত শহরে—বন্দরে ঃ
আমার মুখের ছবি অবিকল বুকে বয়ে
বন্ধু কেউ থেকে যায় স্ববাসে—প্রবাসে
এবং বাগানময় সযত্নে রোপিত বৃক্ষ
শাল তাল তমাল প্রভৃতি।

একটি প্রতীক্ষা

মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ চমকালো —
প্রচণ্ড শব্দ করে বাজ পড়বে এখনি,
উচ্চ কোন বৃক্ষে অথবা বাড়ির ছাতে
কোথাও না কোথাও ঠিক পড়বে দেখো—
সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

আমার বিশ্বাস আমাকে হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে
এ এক বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি
আদিম অকৃত্রিম।
দুর্ভেদ্য অন্ধকারেও শবের গন্ধ
মহাশ্মশান কি সমস্ত পৃথিবীময়!
জানিনা এ দাহ কার—
অন্ধকারের না আগুনের।
অরণ্য এখন শ্বাপদসঙ্কুল
মানুষখেকো নেকড়ের নিঃশব্দ আনাগোনা ঃ
ভীষণ দুর্দিন দেশের—
শিকারীর আজ বড় অভাব,
থাকলেও—
বন্দুক নেই, গোলা-বারুদ নেই।
তাই একের পর এক দুনিয়া থেকে
বেমালুম লোপাট হয়ে যাচ্ছে মানুষগুলো,—
যারা যাচ্ছে—
অরণ্য থেকে আর ফিরছেনা।

আমি এখন বিপন্ন বিস্ময়ে হতবাক!

এইবার অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে বাজ পড়ুক-
আমি শুধু একটি বিদ্যুতের অপেক্ষায়।

আপন বৃত্তে

এখন মানুষজনের বাইরে
কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে।
আত্মীয়-পরিজন বন্ধুবান্ধব সবাইকে বলতে ইচ্ছা করে
'ফিরে যাও।'
কেননা. রোদের ভেতরে দিন
সময়ের ভেতরে শান্তি
সব কিছুই এখন অস্পষ্ট।
সবজিক্ষেত, ফুলের বাগান ইত্যাদি কথাগুলোকে
নিছক দয়াপরবশ হয়ে আমরা একাকার করে ফেলি,
কেউ কারও ওজন বুঝিনা;
অথচ ক্ষেত ক্ষেতই—
বাগান—বাগান ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

বাংলাদেশ থেকে পায়ে হেঁটে দিল্লী
সাইকেল-এ বিশ্ব পরিক্রমা
জলপথে আন্দামানগামী কনৌজী আংরে—
অথবা চাঁদের দেশে মানুষ
সব তো ফিরে আসার জন্যে।
ইজরাইল, ভিয়েতনাম, কঙ্গো
সবখানেই এখন দুঃখ,
সব দুঃখেরই ভিন্নতর রূপ
কিন্তু সব দুঃখেরই সমাধান হবে একদিন।
এসব ছেড়ে যত দূরেই যাইনা কেন
ফিরে আসার জন্য মন কেমন করে।
তাই ইচ্ছে করলেও
'ফিরে যাও' এ-কথা
কাউকে কোনদিন বলতে পারি না—
কোনদিন না।

রূপান্তর

অচেনা অলিগলি পেরিয়ে
বড় রাস্তায় পৌঁছালে
পরম প্রাপ্তির আনন্দ অনুভব করি,
অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলে যেমন ঃ
সবুজ ঘাসের লনে পা ডোবালে
মনে হয় দীর্ঘ প্রবাস-শেষে বাড়ি ফিরে এলাম।

আজকাল কেবল ভাবি
দূরে কোথাও যেতে পারলে ভালো হতো,
অথচ কোথায় তা জানিনা ঃ
কোন কোন দিন বন্ধুদের জমজমাট আড্ডা থেকে ঘুরে এলে
নিজেকে কেবল মহৎ ভাবতে ইচ্ছা করে ;
সমস্ত ভালোবাসা বুকের ভেতর সমুদ্র হয়—
ঈশ্বরকেও উপলব্ধি করতে পারি।

একবার কোন শিল্পীর জ্যামিতিক সাপের ছবি দেখেছিলাম
রাজধানীর আইফ্যাক্স হলে ;
কি এক অস্থিরতায় যন্ত্রণা পেয়েছি সারাক্ষণ
ছবির ভিড়ে ছবি দেখেছিলাম অনেক অনেক
শুধু সাপ ছাড়া আর কিছুই মনে রাখতে পারিনি।

অন্ধকার সাপ, সাপের মত ঘোরানো সিঁড়ি
এগুলোকে আমি ভয়ঙ্কর ভয় পাই,
তাই মহাসড়কে মানুষের মিছিল দেখি রাতদিন ;
ভিড়ের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে
দূরে—আরও দূরে হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে।

অনন্ত মধ্যাহ্নে ফিরি

আমি অনন্ত মধ্যাহ্নে ফিরে যেতে চাই ঃ
প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে দগ্ধ হতে হতে
পেতে চাই—
উজ্জ্বল শস্যের মাঠ,
নদীর দুপার জুড়ে
অফুরাণ ভালোবাসা—
অন্তহীন পথ আর অনন্ত আকাশ।

আমি চাই সারাবেলা প্রদীপ্ত জীবন
উদ্যত ছোবলে বিষ ঃ
সহস্র ফণার মত আন্দোলিত মাঠের সবুজ,
খরতর ঠা-ঠা রোদে—
পিঠ মেলে সারাদিন রোপন সংগ্রহ
এবং উঠোনময় পরিপূর্ণ শস্যের সম্পদ।

অথচ কখন যেন
সময়ের ম্লান ছবি ছুঁয়ে যেতে যেতে
ক্রমশ সন্ধ্যার ঘরে ফিরে যেতে হয় ঃ
একে একে ডুবে যায় আলোর প্রহর
রাত বাড়ে—
অতঃপর
অন্ধকারে ধূসর অতীত
মৃত ঠাণ্ডা সাপের মতন।

তবু এক অন্তর্গত নৈঃশব্দ্য আঁধারে
দুরন্ত ইচ্ছায় পোড়ে বুকের ভেতর
অন্য এক অনন্ত মধ্যাহ্ন।